প্রথম আলো

তারিখ: 01 APR 2016
পৃষ্ঠা: 2 কলাম: 2

ভুয়া প্রজ্ঞাপন, এক পদে একাধিক বদলি
অর্থ লেনদেনের অভিযোগ

প্রাথমিকের শিক্ষক বদলি নিয়ে মন্ত্রণালয়ে নৈরাজ্য

শরিফুজ্জামান ●

রাজনৈতিক বা মানবিক কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহস্রাধিক সহকারী শিক্ষককে বদলি করতে গিয়ে লেজেগোবরে অবস্থা তৈরি করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। আলোচিত এই বদলিকে কেন্দ্র করে মন্ত্রণালয়ের ভেতর ও বাইরের একটি চক্র অর্থ লেনদেন করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যে তিনটি ভুয়া প্রজ্ঞাপন ধরা পড়ায় অর্থ লেনদেনের অভিযোগ জোরদার হয়েছে।

২০১০ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি নীতিমালা করে গ্রাম থেকে সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাসহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু শহরে বদলি স্থগিত করে রাখে। কিন্তু গত বছর ওই নীতিমালা সংশোধন করে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনে বদলি করার সিদ্ধান্ত নেয়।

সংশোধিত ওই নীতিমালার আলোকে ২০১৫ সালে কিছু বদলি হলেও তা সংখ্যায় ছিল খুবই কম এবং তখন মানবিক বিষয় প্রাধান্য পায়। গত জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া বদলির আদেশগুলো পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, মন্ত্রী, সাংসদ ও রাজনৈতিক নেতাদের সুপারিশে বেশির ভাগ আদেশ জারি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ের অবস্থা বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। ফলে একটি পদের বিপরীতে তিনটি বদলির ঘটনাও ঘটেছে। আবার মন্ত্রণালয় থেকে আসল ও ভুয়া প্রজ্ঞাপন জারি হওয়ায়

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

বদলি নিয়ে মন্ত্রণালয়ে নৈরাজ্য

শেষ পৃষ্ঠার পর

মাঠপর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন বিভ্রান্ত হচ্ছে।

২ মার্চ, ২৭ মার্চ ও ৩০ মার্চ বরিশালের মুকুল স্মৃতি স্কুলে তিনজন শিক্ষিকাকে বদলি করা হয়েছে। অথচ ওই বিদ্যালয়ে শিক্ষকের একটি পদ খালি। এভাবে ফেনী, রংপুরসহ দেশের বিভিন্ন জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একই ঘটনা ঘটেছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হুমায়ুন খালিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, একটি পদে একাধিক পদায়ন হয়ে থাকলে জ্যেষ্ঠতা বা অন্য শর্ত বিবেচনায় সেগুলো পরবর্তী সময়ে ঠিক করে দেওয়া হবে। তিনি জানান, জাল প্রজ্ঞাপনগুলো কার্যকর হবে না। মন্ত্রণালয় থেকে ই-মেইলে প্রজ্ঞাপনগুলো জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বদলির সুপারিশগুলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কেউ কেউ করেছেন। তবে এটা নিয়ে কেউ কোনো লেনদেন করে থাকলে তা তাঁরা জানেন না।

তবে গতকাল মন্ত্রণালয়ে আসা অনেকেই জানান ৫০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকা খরচের কথা। ঢাকার বাইরে থেকে আসা একজন শিক্ষক জানালেন, তালিকায় তাঁর নাম উঠছে—এই তথ্য জানিয়ে তাঁকে ১ লাখ টাকা নিয়ে আসতে বলা হয়। তিনি ৫০ হাজার টাকা নিয়ে এসেছেন। একাধিক শিক্ষক জানান, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সুপারিশেও অনেক ক্ষেত্রে কাজ হয়নি। মন্ত্রণালয়ের ভেতর ও বাইরের একটি চক্র ফোনে যোগাযোগ করে বদলি হওয়া শিক্ষককে টাকা নিয়ে আসতে বলেছে। মন্ত্রণালয়ে না এলে নাম উঠবে না—এমন ভয়ও দেখানো হয়েছে কাউকে কাউকে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি জেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, একটি পদে একাধিক বদলি হওয়ায় নতুন করে লেনদেন বা ক্ষমতা দেখানোর মতো ঘটনা ঘটবে।

আসল ও জাল প্রজ্ঞাপনগুলোতে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জাজরীন নাহারের সই রয়েছে। দুই ধরনের প্রজ্ঞাপন দেখানো হলে জাজরীন বলেন, ভুয়া প্রজ্ঞাপনে তাঁর সই জাল হয়েছে। তবে তিনি বদলি বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি।

ওই কর্মকর্তার কক্ষে থাকা অবস্থায় কয়েকজন শিক্ষক তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করতে চাপাচাপি করেন। তিনি অসহায়ত্ব প্রকাশ করলেও শিক্ষক ও সরকারদলীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা তাঁকে ঘিরে ধরছিলেন। ওই কর্মকর্তা তখন বলেন, মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত সই করে প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করাই তাঁর দায়িত্ব।

মন্ত্রণালয়ে সকাল ১০টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত সরেজমিনে দেখা যায় বদলি নিয়ে নৈরাজ্য অবস্থা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমানের কার্যালয়ের দুজন ব্যক্তিগত কর্মকর্তার নাম ছিল শিক্ষকদের মুখে মুখে। ওই দুই কর্মকর্তা ছিলেন যারপরনাই ব্যস্ত। তাঁদের বাড়তি [illegible]

মন্ত্রীর কক্ষের সামনে ভিড় দেখে মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা রবীন্দ্রনাথ রায় এগিয়ে যান। কিছুক্ষণ মন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে অবস্থান করে শিক্ষকদের ছোটাছুটি ও প্রশ্নের মুখে বিব্রতকর অবস্থায় তিনি নিজের কক্ষে চলে যান।

দিনভর এই অবস্থা চললেও মন্ত্রী তাঁর কক্ষে ছিলেন না। তবে তাঁর বসার কক্ষ ও পাশের অতিথিকক্ষে ছিলেন শিক্ষক ও সরকারদলীয় বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের ভিড়। মন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তারা জানান, মন্ত্রী অসুস্থ থাকায় মন্ত্রণালয়ে আসেননি। একজন কর্মকর্তা জানান, একদিকে শরীর খারাপ, অন্যদিকে শেষ মুহূর্তে তদবিরের চাপ থেকে দূরে থাকতে তিনি মন্ত্রণালয়ে আসেননি।

মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা জানান, মাস খানেক ধরে ওই মন্ত্রণালয়ের করিডরে ভিড় থাকলেও গত বুধবার থেকে শুরু হয়েছে অস্বাভাবিক ভিড়। এর কারণ হিসেবে তিনি জানান, জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত এই বদলি সম্পন্ন হওয়ার কথা। গতকাল ৩১ মার্চ হওয়ায় শেষ দিকে চাপাচাপি বেড়ে যায়। ৩০ মার্চ এক আদেশেই ৩২৯ জন প্রাথমিক শিক্ষককে বদলি করে মন্ত্রণালয়। এর আগে ২৭ মার্চ বদলি করা হয় ১০৫ জনকে। তারও আগে বদলির কয়েকটি প্রজ্ঞাপন জারি হয়। ৩১ মার্চ নির্দিষ্ট সময়সীমা শেষ হওয়ার দিনেও ৯৮ শিক্ষককে বদলি করা হয়। গতকাল সন্ধ্যায় এই প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হলেও তা জারির তারিখ দেখানো হয় গত বুধবার।

এর আগে বুধবার রাত ১১টা পর্যন্ত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কাজ হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, কয়েক শ শিক্ষক, বা তদবিরকারী সচিবালয়ে ঢোকার পাস কীভাবে জোগাড় করলেন। একাধিক সূত্র জানায়, শিক্ষক বদলি উপলক্ষে সচিবালয়ে পাসের চাহিদা বেড়ে গেছে। এই সুযোগে চড়া দামে কেনাবেচা হয়েছে পাসও।

জানতে চাইলে সংসদীয় কমিটির সভাপতি মো. মোতাহার হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, অনেক ভেবেচিন্তে ২০১০ সালে নীতিমালা করে গ্রাম থেকে শহরে আসা বন্ধ করা হয়েছিল। তিনি বলেন, শহরে আছে ২০ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গ্রামে আছে ৮০ শতাংশ। সরকার ৬০ শতাংশ নারী শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে। বেশির ভাগ নারী শিক্ষক শহরে যেতে চান। এই যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে বদলির ওই নীতিমালা করা হয়েছিল, তাতে সুফলও পাওয়া যায়। সংসদীয় কমিটির পরবর্তী সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানান তিনি।